চিকিৎসক ছাড়াও ব্যক্তিগত চেম্বার করা চিকিৎসকদেরও প্রতিষেধক নেওয়ার তালিকায় যুক্ত করার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিল আইএমএ। তাই সেই সংগঠনের সম্পাদককেও তালিকায় রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, সাত জনের মধ্যে বেশির ভাগই প্রবীণ চিকিৎসক। প্রশাসন সূত্রের খবর, আজ দুপুর ১টায় নবান্ন থেকে ভিডিয়ো বৈঠকের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিষেধক কেন্দ্রগুলি পর্যবেক্ষণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে থাকবেন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম।

সূত্রের খবর, সাত জন চিকিৎসকই দুপুর সাড়ে ১২টার মধ্যে নির্দিষ্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রতিষেধক-কেন্দ্রে হাজির হয়ে কাগজপত্রের কাজ সম্পন্ন করে মেডিক্যাল কলেজ, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, চিত্তরঞ্জন সেবা সদন, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতাল, বেলেঘাটা আইডি, এম আর বাঙুর হাসপাতাল ও বরো ২-এর অধীনে হাতিবাগানে আর্বান প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ইউপিএইচসি)-১১, বরো ৩-এর সিআইটি রোডের ইউপিএইচসি-৩১, বরো ৭-এর ডি সি দে রোডের ইউপিএইচসি-৫৭, বরো ৯-এর চেতলা সেন্ট্রাল রোডের ইউপিএইচসি-৮২, বরো ১১-এর বোড়াল মেন রোডের ইউপিএইচসি-১১১। এ ছাড়াও রয়েছে পাঁচটি বেসরকারি হাসপাতাল— ঢাকুরিয়া আমরি, রবীন্দ্রনাথ টেগোর, অ্যাপোলো, পিয়ারলেস ও টাটা মেডিক্যাল সেন্টার।

বৌবাজারে নিজের বাড়িতে খুন একাকী বৃদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা

ফের শহরে খুন হলেন একাকী এক বৃদ্ধ। শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে মধ্য কলকাতার বৌবাজার থানা এলাকার ফিয়ার্স লেনে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম আয়ুব আলি আগা (৭৫)। লুটপাটের উদ্দেশ্যেই তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের। এই ঘটনায় শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত কাউকে ধরতে পারেননি তদন্তকারীরা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ফিয়ার্স লেনের একটি চারতলা বাড়ির দোতলায় থাকতেন আয়ুব। তাঁর স্ত্রী মাস ছয়েক আগে মারা গিয়েছেন। বৃদ্ধের সঙ্গে থাকতেন তাঁর মেয়ে তাহেরা আগা। ছেলে জুলফিকার আলি আগা ফিয়ার্স লেনেরই অন্য একটি বাড়িতে থাকেন। তাহেরা পার্ক স্ট্রিটের একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। এ দিন সকালে তিনি অফিসে গিয়েছিলেন।

স্থানীয় সূত্রের খবর, এ দিন বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ আয়ুবের বৌমা (জুলফিকারের স্ত্রী) শ্বশুরমশাইকে বিকেলের খাবার খাওয়াতে এসে দেখেন, বাড়ির দরজার খিল বাইরে থেকে লাগানো। খিল খুলে ভিতরে ঢুকেই তিনি দেখেন, বৃদ্ধ রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছেন। চারপাশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। গোটা ঘর লন্ডভন্ড। ওই দৃশ্য দেখে জুলফিকারের স্ত্রী চিৎকার শুরু করেন। স্বামীকে ফোন করে খবর দেন তিনি। প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে বৌবাজার থানার পুলিশও। লালবাজার থেকে গোয়েন্দা-প্রধান মুরলীধর শর্মা, ডিসি (দক্ষিণ) মিরাজ খালিদ-সহ হোমিসাইড শাখার অফিসারেরা ছুটে আসেন। পুলিশ জানিয়েছে, স্ট্র্যান্ড রোডে আয়ুবের একটি হার্ডওয়্যারের দোকান ছিল। বয়সের কারণে তিনি আর দোকানে যেতে পারতেন না। জুলফিকারই দোকান দেখাশোনা করতেন।

ডিসি (দক্ষিণ) বলেন, "নিহতের মাথায় ও গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি রক্তাক্ত ছুরি মিলেছে। তদন্ত চলছে।" বৃদ্ধের বাড়ি থেকে নগদ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ও কয়েক ভরি গয়নাও উধাও বলে জানা গিয়েছে। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "লুটের উদ্দেশ্যে পরিচিত কেউই যে খুন করেছে, তা পরিষ্কার।" আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এ দিকে, এই ঘটনায় আতঙ্কিত ফিয়ার্স লেনের অন্য বাসিন্দারা। এমনই এক জন আমির খান। তাঁর কথায়, "আয়ুব সাহেব খুব ভাল মানুষ ছিলেন। ওঁকে যে ভাবে খুন করা হল, তা ভাবলেও শিউরে উঠছি। এই এলাকায় কোনও বৃদ্ধ প্রথম এ ভাবে খুন হলেন।" উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে বিভিন্ন সময়ে নিউ আলিপুর, বেহালা, কড়েয়া ও হরিদেবপুরে একাধিক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা খুন হয়েছেন। এই শহরে প্রবীণেরা কতটা নিরাপদ, প্রতিবারই উঠেছে সেই প্রশ্ন।

এক আধিকারিক বলেছেন, "আমাদের অ্যাম্বুল্যান্সেই ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।"

পুলিশের দাবি, মৃতের ছেলে জানিয়েছেন, বাড়ির যে দিকটা ভেঙে পড়ে, তার উল্টোদিকের অংশে ভাঙার কাজ চলছিল। সাবিরুল ওই দিকে বসেই ইট থেকে সিমেন্ট ছাড়াচ্ছিলেন।

লালবাজারের এক কর্তা বলেন, "নির্মাণস্থলে কাজের নানা বিধি-নিষেধ কলকাতা পুরসভা আগেই জানিয়ে দিয়েছে। উঁচু জায়গায় কাজ করতে দড়ি বাঁধা, কেউ চাপা পড়লে দ্রুত তাঁকে খুঁজে পেতে রঙিন জ্যাকেটও পরার কথা। কিছুই ছিল না কেন তা ঠিকাদার সংস্থার কাছে জানতে চাওয়া হবে।"

বাড়িটির মালকিন সুমিতা সাহা বলেন, "এক জন বাড়ির তলায় পড়ে মারা গিয়েছেন শুনলাম। আমরা তো ঠিকাদার সংস্থাকে কাজ দিয়েছিলাম। সব নিরাপত্তা বিধি মেনে কাজ হচ্ছে কি না, সেটা তো তাদেরই দেখার কথা!"

ক্লাবের ভোট দিয়ে কী হবে! যাঁরা টাকা জোগাতে পারবেন, তাঁরাই সভাপতি হবেন। পাড়ার শুভানুধ্যায়ী পৃষ্ঠপোষক কম টাকাওয়ালা লোক চলে! বাঙালির অত টাকা কোথা

এই টাকার জোরেই পাড়ায় অ-বাংলাভাষীদের দাপট বলে জা অনেকেই। নেতা থেকে পুলিশ— তাঁদের ঘাঁটান না। 'পাড়ার গৌরী হয়ে তাঁরা ক্লাবের কর্তা থেকে মূল উদ্যোক্তা হয়ে যান। জনসে কাজ না করলেও তাঁদের ঝোলে 'বিশিষ্ট সমাজসেবী' বোর্ড। তাঁরাই পাড়ার জলসার শি করেন। তাঁরাই আবার শব্দবিধি রাত ৩টে-৪টে পর্যন্ত বক্স বা প্রশাসনিক অনুমতি পাইয়ে দেন

মানিকতলা বিধানসভা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ লাগোয়া একটি পাড়ার বাসিন্দার দাবি, "এ ক্লাবের মাথা টাকার জোরে পাওয়া এক অ-বাংলাভাষী। তিনি দুর্গাপুজোর প্রতিমা থেকে অ

OUR
KOLKATA SHOWROOMS : Vaibhav Lee
Gariahat : 4008 1125 I City Centre - II

210/25/5/2021 06/WBHRC/Suo/2021

W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. /25/ /2020

Date: 18. 01. 2021.

Enclosed is the news clippings appeared in the ' Ananda Bazar Patrika', a Bengali daily dated 16.01.2021, the news item is captioned ' বৌবাজারে নিজের বাড়িতে খুন একাকী বৃদ্ধা'

Commissioner of Police, Kolkata is directed to enquire into the matter and to submit a report to the Commission by 26th February, 2021.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

19/1/2021
(Naparajit Mukherjee)
Member

Encl: News Item Dt. 16.01.2021

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and upload in the website.

The file is put up before me today, A.S(C) is directed to do the needful immediately.
19.01.2021

SDB